

বিষয় সূচী

১. সালাত, সিয়াম, জাকাত, হজ্জ, কোরবানী ৯
২. কোরানে সিয়াম (২ঃ১৮৩-১৮৯) ১০
৩. জাহেরী এফতার করিবার সময় সম্বন্ধে মতভেদ ১৯
৪. হাদিসে সিয়াম ২০
৫. এফতার ৩৩
৬. দরবারে রেসালত ৩৪
৭. এফতার মাহাত্ম্য এবং এফতার রহস্য ৪৮
৮. সেহুরী খাওয়া ৬১
৯. বেসাল ৬২
১০. বেসালের পর্যালোচনা ৬৪
১১. সিয়াম সাধনায় তারাবীর ভূমিকা ৬৫
১২. এতেকাফ ৭০
১৩. এতেকাফ-এর কয়েকটি হাদিস ৭২
১৪. সিয়ামের হাকীকত ৭৭
১৫. একদিন সিয়াম পালনের ফজিলত ৭৯
১৬. মন এবং দেহের মধ্যে রহিয়াছে খন্দক ৮১
১৭. সিয়ামের বিবিধ প্রসঙ্গ ৮৩
১৮. ঐচ্ছিক বা অতিরিক্ত সিয়াম ৮৪
১৯. সালাতুল ঈদ মাঠে সম্পন্ন করার বিধান কেন? ৮৭
২০. রমজান মাসে পানাহারের হিসাব দেওয়ার মাশলা ৮৮
২১. রমজানের একটি দোয়া ৮৯
২২. দুইটি বাক্যের ব্যাখ্যা (২ঃ২৫৬-২৫৭) ৯১
২৩. সূরা কুদর ৯৪
২৪. সূরা কাওসার ও তাহার ব্যাখ্যা ৯৭
২৫. কাওসার কী? ৯৯

ভূমিকা

সিয়াম সম্বন্ধে কোরানে সংক্ষেপে যাহা আছে সিয়াম দর্শন বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। হাদিস দ্বারা সিয়ামের স্বরূপ বাস্তবরূপ ধারণ করিয়া উহার দর্শনকে বিস্তারিত ও সহজভাবে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে।

রমজানের সিয়াম সাধনার ব্যবস্থা অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক (Elastic) করিয়া রচনা করা হইয়াছে। যাহার যতটুকু সামর্থ বা যোগ্যতা আছে সে তাহা হইতে ততটুকু কল্যাণ আহরণ করিতে পারিবে। সিয়াম একটি সার্বজনীন সাধন ব্যবস্থা। আল্লাহু তা'লা নিজেই বলিয়াছেন, “রমজান আমার জন্য, তাই আমি নিজ হাতে ইহার প্রতিফল দান করি এবং আমি নিজেই রমজানের সিয়াম সাধনার প্রতিফল।”

রমজানের সিয়াম সাধনাকে সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাকে ধর্মসমূহ হইতে তাগুত বর্জন করিবার প্রকৃষ্ট সাধনা বলা যাইতে পারে। এইজন্য একান্ত প্রাসঙ্গিক না হইলেও তাগুত সংক্রান্ত দুটি বাক্যের ব্যাখ্যা করা একান্ত প্রয়োজন মনে করি।

উর্দু এবং বাংলা ভাষায় প্রচলিত রোজা কথাটি ফারসী ভাষা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। আরবীতে ইহাকে বলে সিয়াম। সিয়াম যে ব্যক্তি পালন করে তাহাকে বলে “সায়েম” অর্থাৎ রোজাদার। আমরা আরবী শব্দটিই ব্যবহার করিব।

সিয়াম অর্থ প্রত্যাখ্যান, Rejection, বর্জন, ত্যাগ, বিরত বা বারিত থাকা এবং যে ব্যক্তি বিরত বা বারিত থাকে তাহাকে সায়েম বলে। এখন কথা হইল সায়েম অর্থাৎ রোজাদার কোন বিষয় হইত বারিত হইয়া থাকিবে? এবং কী প্রত্যাখ্যান করিবে? প্রত্যাখ্যান করিবার এবং বারিত হইবার একমাত্র বিষয় হইল দুনিয়া তথা তাগুত। এইজন্য যদিও তাগুত সংক্রান্ত বাক্যগুলোর মধ্যে কোরানে সিয়ামের উল্লেখ নাই তবুও সেই বাক্যসমূহ হইতে দুইটি মাত্র বাক্যের ব্যাখ্যা এই পুস্তিকায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলাম।

একপ্রভাবে সঠিক ধারায় রমজানের সিয়াম সাধনা করিতে পারিলে তাহাতে কুদর রাত্রির সন্ধান পাওয়া যায় যাহার ফলে সাধকের নিকট নাজেল হয়

তাঁহাকে বলিয়া উঠিলাম : ইয়া রসুলুল্লাহ্ (আলাইহে সালাতু আস্ সালাম) আমরা যে কয়জন এখানে উপস্থিত আছি তাহাদের কাহারও এমন সাধ্য বা সম্বল নাই যে, আমরা একজন সায়েমকে এইরূপ এফতার করাইতে পারি। জবাবে তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহ্ তাঁহার বক্তব্যের মাঝখানে থামিয়া বলিলেন : আল্লাহ্ এই সওয়াব তাহাকে দান করেন যে একজন সায়েমকে এক চুমুক দুধ দ্বারা, একটি খেজুর দ্বারা অথবা তাহাও না থাকিলে পানীয় শরবত দ্বারা এফতার করায়।

রসুলুল্লাহ্ (আঃ) ইহাতে কি বুঝাইতে চাহিলেন? ধর্মপালন বিষয়টি অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক (Elastic)। এফতার করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে, যে যতটুকু পার সাহায্য কর। হাকীকতে যাহাকে এফতার বলে তাহার সামর্থ্য না থাকলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে পানাহার নামক জাহেরী যে আনুষ্ঠানিক এফতার রাখা হইয়াছে তাহা হইতে আমল শুরু কর। যে ব্যক্তি ধর্ম সাধনার যে পর্যায়ে থাকিবে সে ব্যক্তি তাহার সেই পর্যায়ের সৎ আমল করিয়া ক্রমশ উচ্চমানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। প্রথমেই সর্বোচ্চ মানের মহৎ কাজ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। ধর্মীয় ক্রমোন্নতি একটি বিরাট স্থিতিস্থাপক বিষয়। অতএব প্রত্যেক মানুষকে তাহার অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচার করা হয় এবং সেই অনুপাতে তাহার কর্তব্য এবং পুরস্কার নির্ধারিত হয়।

কিন্তু কাঁধ হইতে আগুন ঝারিয়া ফেলিতে হইলে সত্যিকার এফতার করাইবার শক্তি বা গুণ অর্জন করিতেই হইবে নতুবা যতকাল পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তির দ্বার অতিক্রম করিতে না পারিবে ততকাল দুনিয়ার আগুন মানুষের ঘাড়ের উপর বোঝার মত কিছু না কিছু চাপিয়া থাকিবেই।

রসুলুল্লাহ্ (আঃ) ভাষণের মাঝখানে সাহাবীদের এই প্রশ্নের জবাব দিয়া আবার তিনি তাহার বক্তৃতার মান পূর্ববর্তী পর্যায়ে (যথাস্থানে) রাখিয়া আবার বলিতে লাগিলেন : যে ব্যক্তি একজন সায়েমকে সন্তুষ্ট করে (অর্থাৎ এফতার তথা কামালিয়াত দান করিয়া সন্তুষ্ট করে) আল্লাহ্ তাহাকে আমার হাউজ হইতে শরবত পান করান।

দরবারে রেসালত

দরবারে রেসালত-এর অর্থ রেসালতের দরবার বা রসুল পর্যায়ের ব্যক্তিগণের দরবার। পূর্ববর্তী হউক অথবা পরবর্তী হউক আল্লাহ্ রসুল পর্যায়ের সকল মহান ব্যক্তিগণ হইলেন এই দরবারের সভ্য। পূর্ববর্তী নবীগণ সবাই মোহাম্মাদুর

কোরান, হেদায়েতের ব্যাখ্যা এবং ফোরকান। এইজন্য রমজান মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে নৈসর্গিক একটি রাত্রিকে কুদর রাত্রিরূপে পালন করিবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। কুদর রাত্রি সিয়ামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকার কারণে কুদর রাত্রি বুঝাইবার উদ্দেশ্যে সূরা কুদরের ব্যাখ্যা এই পুস্তিকায় জুড়িয়া দেওয়া হইল। সেইরূপ একই কারণে “কাওসার” এর পরিচয় দেওয়ার জন্য সূরা কাওসারের ব্যাখ্যাও এর সঙ্গে সন্নিবেশিত করা হইল। গুরুবাদ এবং জন্মান্তরবাদ তথা রূপান্তরবাদ কোরানের সকল কথার মধ্যে সূক্ষ্ম ও রূপকভাবে বিধৃত রহিয়াছে। ইহাকে অস্বীকার করিলে কোরান ও হাদিসে অংকিত জীবন দর্শন বুঝিয়া নেওয়া সম্ভবপর নয়।

যখন যেমন বুঝিয়াছি তখন তেমন লিখিয়াছি। তাই বিজ্ঞ পাঠকের নিকট অনুরোধ রহিল যেন আমার লিখিত পুস্তকাদির বক্তব্যসমূহে পূর্বাপর অসামঞ্জস্যগুলি সংশোধন করিয়া লন। সিয়াম দর্শন গ্রন্থটি সর্বসাধারণের জন্য পাঠ্য নয়। ইহা সত্যসন্ধানী এবং চিন্তাশীল গবেষকদের জন্য।

—লেখক

সালাত, সিয়াম, জাকাত, হজ্জ, কোরবানী

সিয়াম, জাকাত, হজ্জ, কোরবানী এবং অন্যান্য সকল ধর্মানুষ্ঠানের মূল চাবিকাঠি হইল সালাত। “ধর্ম” অর্থ Phenomenon সত্ত্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা দিয়া যাহা কিছু মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তাহার সব কিছুকে ধর্ম বলে। ধর্মগুলির প্রতি মোহাবিষ্ট হইয়া মস্তিষ্কে ধরিয়া রাখিলে সেগুলি মানুষকে সৃষ্টির সঙ্গে ধরিয়া রাখে। ইহাকে বলা হয় সংস্কার বা শিরিক। সুতরাং মনের মধ্য দিয়া আগমনকারী ধর্মসমূহের মোহ গ্রহণযোগ্য নয়, বরং পরিত্যাগ্য। ধর্মের মোহ পরিত্যাগ করিবার অনুশীলনকে সালাত বলে। সিয়াম অর্থ ধর্ম পরিহার বা পরিত্যাগ। পরিত্যাগ করার অনুশীলন (Practice) বা পদ্ধতি হইল সালাত। জাকাত অর্থ আমিত্বের উৎসর্গ—Denial of the self or the ego, আমিত্বের উৎসর্গ কখনও হইতে পারেনা যদি ধর্মসমূহকে মোহ দ্বারা ধরিয়া রাখা হয়। ধরিয়া রাখিলে পুনর্জন্মের উপাদান সৃষ্টি হয় এবং তাহা দ্বারা মানবীয় অস্তিত্ব বা আমিত্ব দীর্ঘায়িত হয়। এইরূপ দুষ্ট আমিত্বের নিরসন করিতে চাহিলে সালাত করা অপরিহার্য, সুতরাং জাকাতের চাবিকাঠি সালাত। এই কারণে সালাত ও জাকাতের উল্লেখ অবিচ্ছেদ্যভাবে কোরানে বহুবার একযোগে করা হইয়াছে।

কোরান বলিতেছেন : “হজ্জুল বাইতা” অর্থাৎ গৃহটির হজ্জ কর। হজ্জ অর্থ অনু অনু করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখা। আপন মানব দেহ ও মনকে অনু অনু করিয়া দেখা। বিশ্ব মানব দেহের প্রতীক জাহেরী ঘর হইল কাবা ঘর। নফস দর্শন তথা আত্মদর্শনকে সালাত বলে। “নফস দর্শন” অর্থ অসারতা দর্শন, অনাত্ম দর্শন। সুতরাং সালাত এবং হজ্জ একই বিষয়ের দুইরূপ বা দুই পর্যায় মাত্র। হজ্জ আত্মদর্শনের তথা আত্মত্যাগের চরম পর্যায় এবং সালাত হইল উহার প্রাথমিক এবং মৌলিক পর্যায়। সালাত সংসার জীবনের মধ্যে থাকিয়া গৃহের সহায়ক পরিবেশের মধ্যে ধর্মসমূহের স্বরূপ দর্শন করা আর হজ্জ বিশ্ব নাগরিক হইয়া অসীম মহা প্রকৃতির মধ্যে গৃহহারা অবস্থায় আপন রূপ দর্শন করা।

হজ্জ সমাপনের দ্বারা পরিপূর্ণ আত্মদর্শন লাভ করিয়া পরমের জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করার নাম কোরবানী। সুতরাং সালাতের অনুশীলন ব্যতীত কোরবানী করা অসম্ভব। এইরূপে দেখা যায় সালাত কোরবানীর চাবিকাঠি। কোরানে কোরবানী বুঝাইতে যে শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা হইল “জবেহ”। “জবেহ” অর্থ পবিত্র করা, শুদ্ধ করা। জিন এবং ইনসান জাতির মস্তিষ্কের অপবিত্রতা এবং কলুষ-কালিমা ধোলাই করিয়া শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া তোলায় জন্মাই কোরবানী। সমাজ শুদ্ধির জন্য প্রতিটি সমাজের দুই একজনকে কোরবানী হইতেই হইবে। নতুবা প্রকৃত সমাজ কল্যাণ সুদূর পরাহত।

কোরানে সিয়াম
(২৪: ১৮৩-১৮৯)

১৮৩।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

অনুবাদ : হে ইমানের মহড়াকারীগণ, তোমাদের উপর সিয়াম কেতাবস্থ করা হইল যেমন কেতাবস্থ করা হইয়াছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেন তোমরা তাকওয়া কর, অথবা... কেতাবস্থ করা হইল যেমন কেতাবস্থ করা হইয়াছিল তোমাদের কবুলকৃতগণ হইতে যেন তোমরা আল্লাহর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হও, ব্যাখ্যা : আমানু অর্থ গুরুভক্ত সাধক। কেতাব অর্থ দেহ। গুরুভক্ত সাধকগণই কেবল একথা উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহাদের উপর সিয়াম দেওয়া হইয়াছে দেহস্থ করিয়া, অর্থাৎ দেহের সঙ্গে বিজড়িত করিয়া। প্রত্যেক মানব সত্তার সঙ্গে সিয়াম অর্থাৎ “দেহমন বিসর্জন” জড়াইয়া রহিয়াছে কিন্তু আমানু ব্যতীত সাধারণ অমনোযোগী লোকেরা তাহা উপলব্ধি করে না, যদিও সবাই জানে যে, মৃত্যু দ্বারা আপন সত্তা হইতে দেহমন বারংবার বিচ্ছিন্ন হইয়াই চলিতেছে।

প্রথমত, সিয়াম কোন নূতন কথা নয় বরং সর্বকালের সর্বমানুষের জন্য প্রযোজ্য। দ্বিতীয়, আমানুগণ যাহাদিগকে গুরুরূপে কবুল করে তাহাদের মধ্য হইতে সম্যক গুরু বা কামেল মোর্শেদগণই কেবল সিয়ামকে দেহস্থ করিতে পারিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা দেহমন হইতে আপন সত্তাকে স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্বেই বিচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং আমানুগণের লক্ষ্য হইল দেহমন বর্জনের জন্য গুরু প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হওয়া।

১৮৪।

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ
خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

অনুবাদ : গণনাকৃত সময় সমূহ সিয়াম, অতএব তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত অথবা ভ্রমণের উপর আছে তাহার গণনা পরবর্তী কাল সমূহের প্রতিটি হইতে (গ্রহণীয়)। এবং যে শরাঘাত খাওয়া তাহার উপর মুক্তিপণ রহিল একজন মিসকিনকে আহাৰ্য্য দান। তারপর যে ব্যক্তি ততোধিক সংকর্ম স্বেচ্ছায় করে উহা তাহার জন্য কল্যাণকর। এবং যদি সিয়াম কর, তোমাদের জন্য (তাহা) কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝিয়া থাক।

ব্যাখ্যা : গণনাকৃত সময়সমূহই সিয়াম কাল। এই কথার মধ্যেই সিয়ামের নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে। সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া যাহা কিছু মস্তিষ্কের দিকে আসে তাহার প্রত্যেকটি বিষয় এক এক করিয়া হিসাব মত বর্জন করার পদ্ধতির নাম সিয়াম। পীড়িত অবস্থায় এবং ভ্রমণরত অবস্থায় বিষয়গুলির প্রত্যেকটির আগমনকে গণনা করিয়া বর্জন করা সম্ভবপর হয় না। এইজন্য এইরূপ দুই অবস্থায় সিয়াম করা নিষেধ করা হইতেছে। তবে অবশ্য পালনীয় সিয়াম হিসাবে পরবর্তী সময়ে ইহা পূরণ করার নির্দেশ রহিল। যে ব্যক্তি গুরুভক্ত কিন্তু এখনও জীব পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ আমানু হয় নাই সে ব্যক্তি সিয়াম সাধনা করিতে যাইয়া বিষয়বস্তুর তীরাঘাত এত বেশী খায় যে, সিয়াম সাধনা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে না, তাহার জন্য ব্যবস্থা হইল একজন গুরুভাই মিসকিনকে আহাৰ্য্য দান করা। মিসকিন তাহাকেই বলে যে গুরুভক্ত বিষয়বস্তুর মোহ ত্যাগ করিয়া সর্বহারা হইয়া গিয়াছে। যদি কেহ একজন মিসকিনকে আহাৰ্য্য দানের পরেও অন্যান্য প্রকার সংকর্ম করে তবে উহা অধিক কল্যাণকর। কিন্তু যদি কেহ সিয়ামের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও সিয়াম সাধনায় দৃঢ়ভাবে লিপ্ত থাকে তবে উহা তাহার জন্য অবশ্য কল্যাণকর।

১৮৫।

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ

الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَ

الْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن

كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا

الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾